কম বয়সী শিশুদের পানিতে ডুবে মারা যাওয়ার সাথে গর্ভাবস্থায় আর্সেনিকের প্রভাবের সম্পর্ক থাকতে পারে - আইসিডিডিআর,বি-র গবেষণায় প্রকাশ

ঢাকা, নভেম্বর ১২, ২০১৫ - আইসিডিডিআর,বির একটি নতুন গবেষণায় দেখা গেছে মাতৃগর্ভে থাকাকালীন সময়ে মায়ের ওপর আর্সেনিকের প্রভাব, ১ থেকে ৫ বছর-বয়সী শিশুদের পানিতে ডুবে মারা যাওয়ার সাথে বিশেষভাবে সম্পর্কিত, যদিও এর কোনো সুনির্দিষ্ট কারণ স্পষ্ট নয় । গর্ভাবস্থায় মায়ের শরীরে আর্সেনিকের প্রভাবের সাথে কম বয়সী শিশুদের পানিতে ডুবে মৃত্যুর সম্ভাব্য কোনো সম্পর্ক আছে কিনা জানতে আইসিডিডিআর,বি, ব্র্যাক এবং কানাডার ম্যাকমাস্টার ইউনিভার্সিটির গবেষকরা আইসিডিডিআরবি,র মতলব ফিল্ড সাইটে একটি অনুসন্ধানমূলক গবেষণা করেন ।

গবেষকরা ২০০২ থেকে ২০০৪ সাল পর্যন্ ১১,৪১৪ জন মায়ের গর্ভে জন্ম নেয়া শিশুদের জন্ম ও মৃত্যু সংক্রান্ তথ্য ও উপাত্ত বিশ্লেষণ করেন এবং সংশ্লিষ্ট এলাকার ১৩ হাজারেরও অধিক টিউবওয়েলের পানির আর্সেনিকের ঘনত্ব পরীক্ষা করেন । জন্মের পর থেকে পাঁচ বছর পর্যন্ শিশুদেরকে পর্যবেক্ষণের আওতায় রাখেন । তবে, গবেষণায় কিছু সম্ভাব্য ঝুঁকির কারণ যেমন সঠিক তত্ত্বাবধানের অভাব, অরক্ষিত জলাধার ইত্যাদি বিবেচনায় রাখা হয়নি ।

পূর্ববর্তী গবেষণায় দেখা গেছে আর্সেনিক গর্ভ-ফুল বা প্লাসেন্টা ভেদ করে গর্ভের সন্তানকে আক্রান্ করতে পারে । আরও দেখা গেছে, আর্সেনিক বুদ্ধিবৃত্তিক ও স্নায়ুর বিকাশ ব্যাহত করে । গবেষকরা মনে করেন যেসব শিশুরা মাতৃগর্ভে থাকাকালীন সময়ে আর্সেনিকে আক্রান্ হয়েছিল, তা তাদের স্বতঃস্ফূর্ত চলাচলের ক্ষমতাকে প্রভাবিত করে থাকতে পারে, যার ফলে পানিতে ডোবার ঝুঁকিও বৃদ্ধি পায় ।

বাংলাদেশের ৩.৫ কোটিরও অধিক মানুষ যে পানি ব্যবহার করছে তাতে আর্সেনিকের ঘনত্ব দেশের জাতীয় মান এবং বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার সুপারিশকৃত মাত্রার চেয়ে বেশী । বাংলাদেশ স্বাস্থ্য ও আঘাত-সংক্রান্ এক জরিপে দেখা যায়, প্রতিদিন ৫০ জন এবং প্রতিবছরে ১৮ হাজার শিশু পানিতে ডুবে মারা যায় । বেশীরভাগেরই বয়স ১ থেকে ৪ এর মাঝে (প্রতি ১ লক্ষে ৮৬.৩ জন), যেসময়ে তারা হাঁটা শুরু করে এবং তত্ত্বাবধানের আওতা থেকে বেরিয়ে পরে ।

নিবন্ধের প্রধান গ্রন্থকার ব্র্যাক-এর গবেষণা ও মূল্যায়ন বিভাগের প্রধান এবং আইসিডিডিআর,বি-র প্রাক্তন গবেষক ড. মাহফুজার রহমান বলেন, "ভবিষ্যতে পানিতে ডোবা প্রতিরোধ প্রকল্প পরিকল্পনা গ্রহণ এবং বাস্বায়নের জন্য এই গবেষণার ফলাফল বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ । অভীষ্ট ফলাফল হয়ত অর্জন করা সম্ভব হবে না যদি না গর্ভাবস্থায় আর্সেনিকের প্রভাব কমানো যায় ।"

গবেষণাটির সহ-গ্রন্থকার এবং পরামর্শদাতা ও আইসিডিডিআর,বি-র মতলব হেলথ রিসার্চ সেন্টারের প্রাক্তন প্রধান ড. মোহাম্মদ ইউনুস বলেন, "আমরা জানি যে আর্সেনিক ক্যান্সারসহ অন্যান্য গুরুতর স্বাস্থ্য সমস্যার কারণ হতে পারে । কিন্তু এই গবেষণার ফলাফল অন্য এক দৃষ্টিকোণ নির্দেশ করে । আর্সেনিকের সাথে পানিতে ডোবার সম্পর্কের মাত্রা এবং ভয়াবহতা নিরূপণ করার জন্য এপিডেমিওলজিকাল গবেষণার প্রয়োজন আছে ।"

গবেষকরা বাংলাদেশসহ যেসব দেশে ভূগর্ভস্থ আর্সেনিকের মাত্রা বেশী সেসব দেশে গুরুতর জনস্বাস্থ্য হুমকি মোকাবেলায় আর্সেনিক ঝুঁকি প্রশমনের ব্যাপারে গুরুত্ব আরোপ করেন । গবেষণাটি সাম্প্রতিক সময়ে গ্লোবাল হেলথ অ্যাকশন জার্নালে প্রকাশিত হয় ।

icddr,b

# # # # #

আরো তথ্যের জন্য যোগাযোগ করুন:

এ কে এম তারিফুল ইসলাম খান
মিডিয়া ম্যানেজার, আইসিডিডিআর,বি
টেলিফোন: +৮৮০-২-৯৮২০৫২৩-৩২ এক্স ৩১১৬
মোবাইল ফোন: ০১৭ ৫৫৫ ৮৮ ১২৮
ইমেইল: tariful.islam@icddrb.org